তারিখ 22 FEB 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

দৈনিক
আমাদের সময়

# ময়মনসিংহের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই শহীদ মিনার

মো. নজরুল ইসলাম, ময়মনসিংহ ●

মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের আন্দোলনে যারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার স্থাপন করা বাধ্যতামূলক হলেও ময়মনসিংহ জেলার প্রায় ৬ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগেই নেই শহীদ মিনার। আবার যেসব প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার আছে, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে নেই তেমন গুরুত্ব।

সরেজমিন কয়েকটি শহীদ মিনার ঘুরে ও বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ময়মনসিংহ শহরের টাউনহল প্রাঙ্গণে নির্মিত হয় 'ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার'। বর্তমান এই শহীদ মিনারটির পবিত্রতা রক্ষা হচ্ছে না। যত্রতত্র মেলা ও বিদেশি গানের আসরের নামে জুতা পায়ে দিয়ে শহীদ মিনার ও এর অঙ্গনের পবিত্রতা নষ্ট করা হচ্ছে। ময়মনসিংহ জেলা ভাষা আন্দোলনের জন্য অগ্রগামী। ভারত বিভক্তের পর পাকিস্তান শাসনামলে ময়মনসিংহ উত্তাল ছিল মাতৃভাষার আন্দোলন-সংগ্রামে। ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার কৃতী সন্তান। বর্তমান ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কয়েকটি বেদির উপরাংশে ভাঙা। এটি সব সময় অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকে। ত্রিশালের নজরুল কলেজের শহীদ মিনার অযত্ন আর অবহেলায় নষ্ট হওয়ার পথে। নির্মাণ সামগ্রী রেখে এটির অবস্থা খারাপ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। ভালুকায় উপজেলার ডাকাতিয়া ইউনিয়নের চানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শৌচাগারের সঙ্গে শহীদ মিনার নির্মাণ করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের বিশাল মাঠের এক কোণে পাকা শৌচাগার তার ঠিক সামনেই শহীদ মিনার। স্কুলের দ্বিতল ভবনের সামনে অনেক খোলা জায়গা থাকা সত্ত্বে কী কারণে শৌচাগারের সামনে শহীদ মিনার স্থাপন করা হলো এ নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

চানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল আলম জানান, আগেই এখানে শহীদ মিনার ছিল, প্রয়োজন হলে ওই জায়গা হতে সরানো হবে।

ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ময়মনসিংহ জেলায় ২ হাজার ১শ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুল, ১৮শ এনজিও স্কুল, ৬০৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৮টি স্কুল ও কলেজ, ৩৮৮টি মাদ্রাসা এবং ৭৩টি কলেজ রয়েছে। জেলা সদরের অধিকাংশ স্কুল ও কলেজে শহীদ মিনার থাকলে মাদ্রাসাগুলোয় শহীদ মিনার নেই। উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুলে শহীদ মিনার থাকলেও গ্রামাঞ্চলের স্কুল-কলেজগুলোয় শহীদ মিনার নেই।

ত্রিশাল পৌর শহরে কোনো শহীদ মিনার নেই। উপজেলা সদরের ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ১টিতে শহীদ মিনার আছে। এটিও একেবারে নাজুক অবস্থা। নজরুল কলেজে অবস্থিত এই শহীদ মিনারটিকে ত্রিশালের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার বলা হয়। কলেজটি এ বছর সরকারি হয়ে যাওয়ায় এটিকে শুধু কলেজই ব্যবহার করতে পারবে। ত্রিশালের শত বছরের পুরনো নজরুল একাডেমি, মহিলা কলেজ, নজরুল গার্লস স্কুলসহ কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনার না থাকায় ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে পারেন না। শুধু পৌর শহর নয়, ত্রিশালের ১২টি ইউনিয়নের একই চিত্র। অনেক স্কুলেই কলাগাছ দিয়ে অস্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। একই অবস্থা ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বারের জন্মস্থান গফরগাঁও উপজেলায়। এই উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার অধিকাংশতে শহীদ মিনার নেই।

ত্রিশালের দরিরামপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম বলেন, শহীদ মিনার না থাকলেও শহীদ দিবস পালন বাধ্যতামূলক। কালো ব্যাজ ধারণ, পতাকা অর্ধনমিত রাখাসহ কর্মসূচি পালন করা হয়। ত্রিশালের ১৮০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সব স্কুলেই শহীদ মিনার নেই।

ময়মনসিংহ জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার স্থাপন বাধ্যতামূলক। বেসরকারি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার স্থাপন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে সরকারিভাবে শহীদ মিনার হয়ে থাকে। বেসরকারিগুলোয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শহীদ মিনার স্থাপন করা বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক থাকলেও অনেকেই এখনো করেনি, কেউ কেউ করছেন।

ময়মনসিংহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোফাজ্জল হোসেন বলেন, ময়মনসিংহে ২ হাজার ১১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলোর অনেকগুলোতেই শহীদ মিনার নেই। এখন স্থাপন করা হচ্ছে।

ময়মনসিংহ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী আব্দুস সাত্তার জানান, আমরা শুধু সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নির্মাণ করি। ময়মনসিংহেও অনেক সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলোতে আমরা এখনো শহীদ মিনার নির্মাণ করে দিতে পারিনি। ময়মনসিংহের ২টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও ময়মনসিংহ সরকারি কলেজে শহীদ মিনার নেই। এ বছর ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের (মহিলা) শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আগামীতে এখানে শহীদ মিনার থাকবে।